দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 07 NOV 1990
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ৫

রীট পিটিশনের শুনানি

'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ১৫ই অক্টোবর প্রকাশ করা হয়'

(সুপ্রীম কোর্ট রিপোর্টার)

গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের বৈধতা চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত রীট পিটিশনের শুনানি শুরু হইলে আবেদনকারীদের পক্ষে ডঃ কামাল হোসেন ও ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ বক্তব্য পেশ করেন। গতকাল রীট পিটিশন শুনানির অব্যবহিত পূর্বে সরকার পক্ষ জবাব দাখিল করেন।

সরকার পক্ষ জবাবে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের আদেশ এবং ১৯৯০ সালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (শান্তি-শৃংখলা) অধ্যাদেশ। ১৩ই অক্টোবর নয়, আসলে উহা

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

রীট পিটিশন

(১ম পৃঃ পর)

১৫ই অক্টোবর গেজেটে প্রকাশ করা হইয়াছে। যদিও গেজেটে তারিখ হিসাবে ১৩ই অক্টোবর উল্লেখ করা হইয়াছে।

ডঃ কামাল হোসেন বলেন, ১৩ই অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ ঘোষণাকালে উল্লিখিত অধ্যাদেশের আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না। এই প্রসঙ্গে তিনি সরকারের পেশকৃত জবাবের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন, সরকারও স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৫ই অক্টোবর উক্ত অধ্যাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হইয়াছে। অতএব, ১৩ই অক্টোবর সরকারের আদেশের কোন আইনগত ভিত্তি নাই।

তিনি বলেন, অধ্যাদেশটি বৈধ হিসাবে গ্রহণ করা হইলেও উহার কার্যকারিতা ১৫ই অক্টোবরের পূর্বে হইতে পারে না। এমতাবস্থায় ১৩ই অক্টোবর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার আদেশ বেআইনী ও আইনগত ক্ষমতাবহির্ভূত। আলোচ্য অধ্যাদেশ দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন দারুণভাবে খর্ব করা হইয়াছে। এমন কি এই অধ্যাদেশ প্রণয়নকালে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও সিণ্ডিকেটের সাথে আলাপ-আলোচনা করারও প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার আদেশ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (শান্তি-শৃঙ্খলা) অধ্যাদেশ ব্যাকডেট দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এই ধরনের অসততা ও চাতুরতার কোন নজীর নাই। তিনি বলেন, ১৩ই অক্টোবর রাত ১১-৩০ মিনিটে টেলিভিশনের খবরে বলা হয়, সরকারী সম্পত্তি, জীবনের নিরাপত্তা, নাগরিকদের সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। অথচ জারিকৃত আদেশে দেখা যায়, শিক্ষার পরিবেশে স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখা এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থে সরকার এক মাসের জন্য ঢাকা মহানগরীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়াছেন। কাজেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত প্রেস রিলিজ ও টেলিভিশনের ঘোষণা এবং আলোচ্য অধ্যাদেশ ও আদেশে বর্ণিত কারণ পরস্পরবিরোধী। কোনরূপ আইনগত ভিত্তি ছাড়াই এই সমস্ত প্রেস রিলিজ দেওয়া হইয়াছে। অতএব ১৫ই অক্টোবরের পূর্বে বর্ণিত অধ্যাদেশের কোন অস্তিত্ব ছিল না সরকারও ইহা স্বীকার করিয়াছেন, ১৫ই অক্টোবর আলোচ্য অধ্যাদেশটি গেজেটে প্রকাশ করা হইয়াছে।

ডঃ কামাল হোসেন বলেন, অধ্যাদেশটি শুধু পিছনের তারিখ দিয়াই গেজেটে প্রকাশ করা হয় নাই, এমনকি উহা ব্যাকডেট দিয়া প্রণয়নও করা হইয়াছে। এই প্রসংগে তিনি বলেন, আইন বা শিক্ষা সচিবের কোর্টে এফিডেভিট পেশের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করা উচিত ছিল। কারণ তাহারাই উক্ত আইন প্রণয়নের সহিত জড়িত।

ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ বলেন, প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য অধ্যাদেশের আদৌ কোন অস্তিত্ব নাই। কারণ উক্ত অধ্যাদেশে দেখা যায় যে, ইহা ১৩ই অক্টোবর গেজেটে প্রকাশ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, সরকারের পেশকৃত জবাবে স্বীকার করা হইয়াছে যে, উহা ১৫ই অক্টোবর গেজেটে প্রকাশ করা হইয়াছে। অতএব, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আলোচ্য অধ্যাদেশ ১৩ কিংবা ১৫ই অক্টোবর এই দুইদিনের মধ্যে কোনদিন প্রকাশ করা হয় নাই। এমতাবস্থায় বর্ণিত অধ্যাদেশটি দণ্ডবিধির ৪৬৩ ধারার বিধান মোতাবেক একটি জাল দলিল ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ ১৫ তারিখের প্রকাশিত গেজেটকে ১৩ তারিখ হিসাবে ছাপানোর ফলে ইহাকে জাল দলিল ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কাজেই ইহাকে আইনগত দলিল হিসাবে বিবেচনা করা যাইবে না। তিনি বলেন রাষ্ট্রপতি হিসাবে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরও ব্যাকডেট বলিয়া সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই সঙ্গে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ওয়াটার গেট মামলার উল্লেখ করিয়া বলেন, সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, প্রয়োজন হইলে এই সংক্রান্ত সরকারী ফাইল আদালতে দেখানো হইবে। তাই তিনি মনে করেন, ফাইল আদালতে তলব করা উচিত।

ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ অধ্যাদেশটির বৈধতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখিতে গিয়া বলেন, পার্লামেন্টের কোন আইন বা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রণীত অধ্যাদেশ আইন হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত উহা জারি করা অর্থাৎ জনগণকে অবহিত না করা হয়। বিশেষ করিয়া যে আইনে দণ্ডের বিধান রাখা হইয়াছে সে সম্পর্কে জনগণকে অবশ্যই অবহিত করিতে হইবে। অথচ সরকারের স্বীকার মতে আইনটি ১৫ই অক্টোবরের পূর্বে জারি বা প্রকাশ করা হয় নাই। এই প্রসংগে তিনি জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্টে আইন কবে হইতে কার্যকর হইবে সেই সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আইনটিকে আইন হিসাবে পরিগণিত করিতে হইলে উহাকে অবশ্যই জনগণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতে হইবে।

গতকাল সরকার পক্ষ ইহার জবাবে আলোচ্য অধ্যাদেশ প্রণয়নের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সরকারী, বেসরকারী সম্পত্তি ধ্বংসসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আট দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের 'জয় বাংলা' বলার কারণে নিগৃহীত হইবার ঘটনার কথাও উল্লেখ করেন।

সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল জলিল ও বিচারপতি কাজী শফিউদ্দিন রীট পিটিশনের শুনানি গ্রহণ করেন। আগামীকাল পুনরায় শুনানি শুরু হইবে।

শুনানিকালে আবেদনকারীগণের পক্ষে শামসুল হক চৌধুরী, মাহমুদুল ইসলাম, ব্যারিষ্টার আমির উল-ইসলাম, ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন প্রমুখ আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। সরকারের পক্ষে এটর্নী জেনারেল ব্যারিষ্টার মোহাম্মদ রফিকুল হক, অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেল আবদুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া উপস্থিত ছিলেন। ইহাছাড়া সকালে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও জনতা শুনানির সময় উপস্থিত ছিলেন।